সংবাদ

তারিখ 22 JUN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পলিটেকনিকে ভর্তি পরীক্ষা

১২ হাজার আসনের বিপরীতে পরীক্ষার্থী ৯৮ হাজার ৩৮৫

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সব সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়েছে নতুন শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি পরীক্ষা।

গতকাল সকালে সারাদেশের ৪০টি কেন্দ্রে ১২ হাজার ৩৩৫টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৯৮ হাজার ৩৮৫ জন পরীক্ষার্থী। দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ও সমমানের প্রতিষ্ঠানে ৩২টি টেকনোলজিতে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তির পুরো প্রক্রিয়াই হচ্ছে অনলাইনে।

জানা গেছে, প্রতিবছর দুটি শিফটে সমানসংখ্যক আসনের জন্য ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়। গতকাল ১২ হাজার ৩৩৫টি আসনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম শিফটের পরীক্ষা। আগামী একমাস পরে দ্বিতীয় শিফটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ঢাকা পলিটেকনিক ও মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের সময়ে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আগের তুলনায় প্রায় আসনের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

আসনের : নবপরাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছয় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন কারিগরি শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখা উচিত। জানা গেছে, ভর্তি প্রক্রিয়ার অনিয়ম দূর করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পলিটেকনিকে অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, প্রবেশপত্র বিতরণ এবং ওএমআর সিটের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর কম্পিউটারে সংগ্রহ করে ফল প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হয়। মেধা ও কোটার ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে এর ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। দেশের যেকোন স্থান থেকে নির্বাচিত প্রার্থীরা অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। কেবল তাই নয়, যেকোন প্রার্থী তার নিকটস্থ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে লিখিত পরীক্ষা দিতে পারছে। পরীক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট (www.tecchedu.gov.bd) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে পারে। কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর জানিয়েছে, দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম বর্ষের দুই শিফটে মোট আসন সংখ্যা ২৪ হাজার ৭০০টি।